মহাকাব্যের মরিচঝাঁপি

বিবি সফলানন্দ

৪, পূর্বপল্লী, কালিকাপুর,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৯
মোবাইল নং- 7439558057

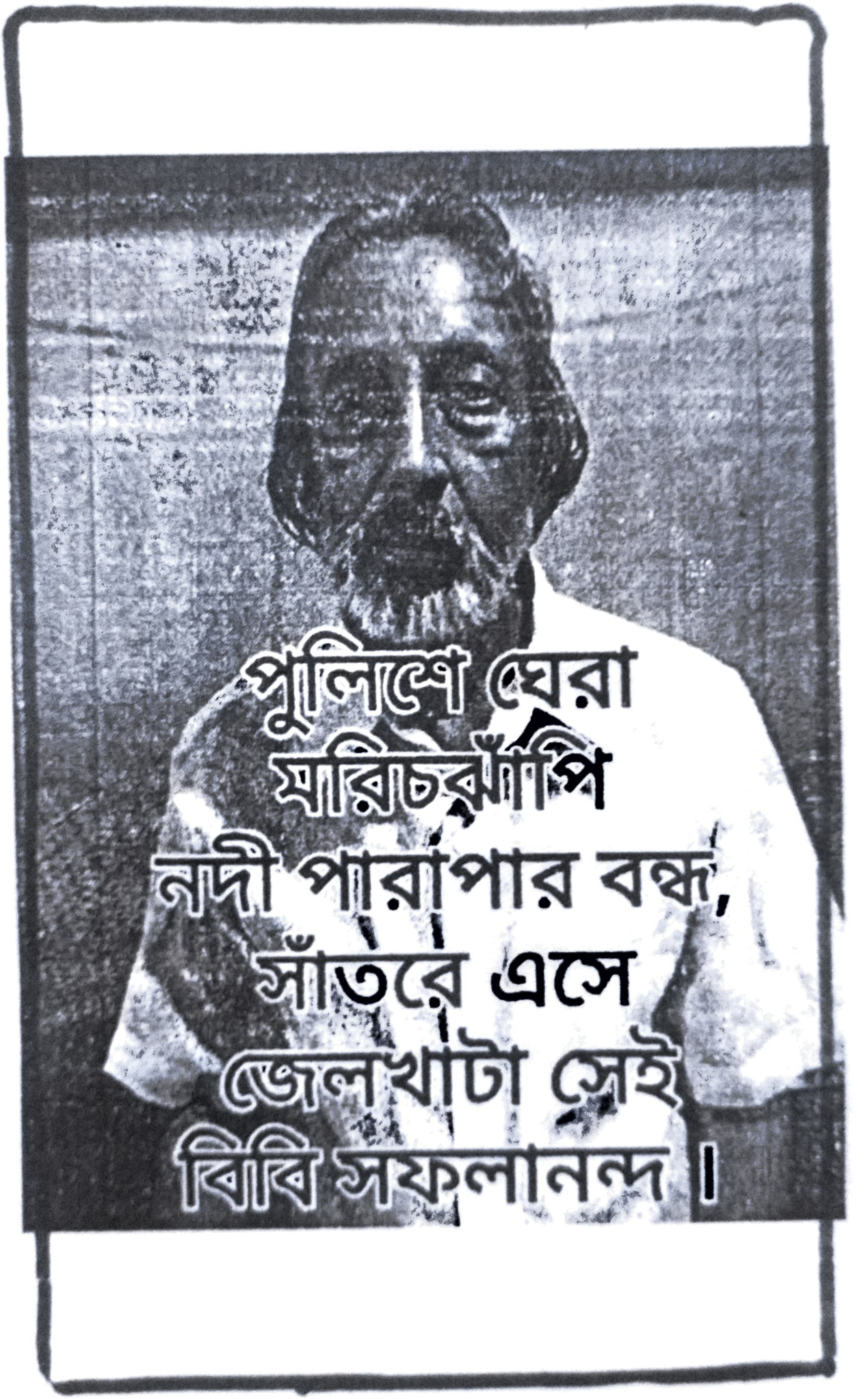
পুলিশে ঘেরা
মরিচঝাঁপি
নদী পারাপার বন্ধ,
সাঁতরে এসে
জেলখাটা সেই
বিবি সফলানন্দ ।

মহাকাব্যের মরিচঝাঁপি

এ্যাফিডেভিট

বিবি সফলানন্দ

৪, পূর্বপল্লী, কালিকাপুর,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৯
মোবাইল নং- 7439558057

এ্যফিডেভিট

মায়ের ইচ্ছায় বাবার পূণ্যে,
না জানি আর কাহার জন্যে,
জন্মেছি মানবারন্যে
তথাকথিত পতিত সমাজে ।

জীবের স্রষ্টা শ্রী ভগবান
ভগবানের দেয়া সব প্রাণ,
গড়ল উচ্চ নিচু ব্যবধান
শাস্ত্র-মোড়ল মনু মহারাজে ।।

খুলনা জেলা বাগের হাটে,
মোরেল গঞ্জ থানা বটে,
নমশুদ্র হিন্দু তল্লাটে,
লক্ষ্মীখালী গোপালচাঁদের ধাম ।

উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালে,
ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার দোলে
অবতরণ মায়ের কোলে,
সেই সে গ্রাম, আমার জন্মগ্রাম ।।

বাবা সুদর্শন মা ফুলমালা,
পিতা সুদর্শন মাতা শ্যামলা,
আমি মাঝামাঝি, বোন উজ্জ্বলা,
চারজনের এক সুখের সংসার ।

একদিনেতে বাবার কোলে,
হাসি কান্না খেলার ছলে,
দোলের দিনে জন্ম বলে,
নাম রাখিলেন গৌরাঙ্গ হালদার ।।

চার বছরে বাবা গেল ছাড়ি,
সাত বছরে মাও দিল পাড়ি,
আশ্রয় পেলাম মামার বাড়ী -
আমার ভার নিলেন মেঝে দিদা,

আদরে যতনে লালন পালন,
মা বাবার শোক হল ক্ষালন,
লেখায় পড়ায় সৎ পরিচালন,
সংসারে থাক যতই অসুবিধা ।।

'গোরা' ডাকে 'গৌরা' ডাকে সবাই,
সঙ্কোচ হয়, মনে লজ্জা পাই,
যুক্তি বুদ্ধি ভেবে ভেবে তাই,
নিজের নাম করিলাম বদল ।।

সুদর্শনের ''স'' - টা নিলাম,
ফুলমালার 'ফ'- রাখিলাম।
লক্ষীখালীর 'ল' জুড়িলাম,
নুতন একটা নাম হল ''সফল''।।

জিন্নাহ জহর গান্ধী মিলে,
সুভাষ বোসকে বাইরে ঠেলে,
দাঙ্গায় মানুষ মেরে ফেলে,
ভারত ভাঙ্গল স্বরাজের গরজে ।।

দেশ ভাগের খেয়ে তাড়া,
হয়েছি মোরা স্বদেশ ছাড়া,
সেই স্বরাজ্যের নাঙ্গা খাঁড়া,
শিরোপরি সদাই বিরাজে ।

নানা ক্যাম্পে দণ্ডক বনে,
পূনর্বাসনের নির্বাসনে,
কাল কেটেছে শঙ্কট সনে,
মুখে হাসি হৃদে কান্না চাপি;

মিথ্যা আশার ছলনে ভুলি,
সে সংসারের পাট তুলি,
মাথায় কাঁধে বোচকা ঝুলি,
বাঁচতে সবাই এলাম মরিচঝাঁপি ।

ডেকে এনে করে পরিহাস,
বিচূর্ণ হল সকল বিশ্বাস,
ভাঙ্গিল পোড়াল ঘর গৃহবাস
আনলো যারা খেদাইল তারা ।

ঘরবাড়ী হায় পুড়িল কত,
ধন প্রাণ গেল কত শত,
বেঁচে ফিরে থাকলাম যত,
এবার হলাম খাঁটি সর্বহারা ।

অতঃপর এ ব্যর্থ জীবনে
খাল পাড়ে বা রেললাইনে,
অকথ্য হীন কাল যাপনে,
যেথায় যত কাটিয়াছি পাড়ি ।

বাঁচিতে পথ খুঁজিয়াছি,
মনো ব্যথা যারে বলেছি,
যারে যেথা জড়ায়ে ধরেছি,
মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে ছাড়ি ।
গর্জন নাই আছে ভাঙ্গা,
হানাহানি মারণ দাঙ্গা ।
জলে পড়ে পাইনে ডাঙ্গা,
মানুষ বলে কেউ গোনে নাই ।

নামটা হালদার সফল,
তবু সব হয়েছে বিফল ।
বুক শুকনো আঁখি সজল,
মুখের কথা কেউ শোনে নাই ।

নামীর মত স্বামী গোস্বামী,
আমরা তো নই অত দামী,
মোদের পরে শুধু সুনামী
ঝড়ের পরে ঝড় বিনে কিছু বয়না।

কপাল যদি হয় একপেশে
ক্ষিদে-পেটে দাঁড়ালে পাশে
সবাই বলে তামাক খা এসে
ভালবেসে ভাত খেতে কেউ কয়না।

ধর্ম নীতির গোড়ায় বিবর্জিত,
রাজনীতির গেরোয় বিতর্কিত
অর্থনীতির ধারায় বিড়ম্বিত,
এলো মেলো এ জীবনের ছন্দ।

বিধি বিমুখ বি-কার লয়ে,
বেঁচে আছি রিক্ত হয়ে,
বেদন-আনন্দ বুকে সয়ে,
নাম ধরেছি বিধি সফলানন্দ।।

১০

মহাকাব্যের মরিচঝাঁপি

বিবি সফলানন্দ

মহাকাব্যের মরিচঝাঁপি

বিবি সফলানন্দ

শুনুন শুনুন জগৎবাসী
করি আমি বর্ণনা,
শুনুন সবে নতুন করে পুরান ঘটনা।
ঘটনা সামান্য খুবই
অসামান্য লোকে কয়,
ঘরছাড়া হয়েছি বলে
নেই আমাদের পরিচয়;
উদ্বাস্তু বলিয়া ডাকে
মানুষ কেহ বলে না।।
জিন্না জহর গান্ধী বুড়ো
খোশ মেজাজে দেয় ফতোয়া,
বাংলা ভেঙ্গে স্বরাজ গড়ব
মরবে কেহ, নেই পরোয়া
উচ্চবর্গ সায় দিল তায়
আপত্তি কেউ করল না।।

উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালে
চোদ্দই আগষ্ট রাত বারোটা,
গোলটেবিল বৈঠক বসে
শূদ্র রক্তে খায় পরোটা;
রক্ত যারা দিল তারা
আজও স্বরাজ পেল না।।
নেতারা সব স্বরাজ পেল
আমরা হলাম স্বদেশ ছাড়া,
স্বজন সুজন ছেড়ে গেল
জীবন হল ছন্নছাড়া;
বুকের রক্ত মনের ব্যাথা
চোখের জল আর ফুরালনা।।
জীবনটারে হাতে লয়ে,
ক্যাম্পে ক্যাম্পে খেলাম ডোল,
এক রোচকা আর এক পোটলাতে
পাল্টালো সংসারের ভোল;
ক্যাম্পে ক্যাম্পে ট্রানজিট্ নিবাস
স্থায়ী বাড়ী হল না।

দন্ডক বনের প্রকল্পতে
ওরা দিল পুনর্বাসন,
কেউ জানে না, আমরা জানি,
ওটা নিছকই নির্বাসন;
প্রচারের প্রসারে কেহ
আসল সত্য জানল না।।
পাহাড় জঙ্গল সাফ করিয়া
তৈরী হল আবাদ ভূমি,
ভূমিই বটে, কিন্তু সে নয়
উর্বরা সুফল জমি;
তার মধ্যে যা ভালটুকু
আদিবাসীর হকের পাওনা।।
সেথায় যারা আদিবাসী
মোদের ভাবত দখলদার,
তাদের হকে ভাগবসাতে
আমরা কেন দাবীদার;
ভাব সমন্বয়ে আদান প্রদান,
কোন কিছুই ঘটল না।।

সংস্কার আর সংস্কৃতিতে
মিলতে গেলে নাজেহাল,
ফারাকটাতো আকাশ পাতাল
তিল নয় সে মস্ত তাল,
ভাষার ফারাক সবচেয়ে বেশী
বুদ্ধি বিদ্যায় কুলায় না।।
মন্দের ভাল ছিলাম ভাল
নতুন সংসার গড়িয়া,
দুই প্রজন্মের অবসানে
তিন প্রজন্মে পড়িয়া;
নয়া সংসারে আগত সুখ
বেশীদিন আর রইল না।।
এখন সময় হা রে রে রে
ইনকিলাবের জিন্দাবাদ,
নষ্টালজিয়া উস্‌কে দিল
দেশের মাটির স্বাদ আহ্লাদ;
ঘরের মানুষ ঘরে আয়রে
বনবাদাড়ে থাকিস না।।

সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি
স্বতেজ সবুজ দ্বীপের রাজা;
আবাদ করে বসত করো
গামছাতে বাঁধিয়া মাজা;
পাহাড় এবং জঙ্গল থেকে
কোন অংশে খাটো না।।
দূরের বন্ধু ঘরে এসো
বসতে দেবো সুখাসন,
এখন বুঝি ওটা তাদের
চটকদারী সুভাষন;
ভদ্রলোকের এক কথা
দিতে চেয়ে দিলাম না।।
জায়গা দেব, জমি দেব,
এসো সবাই সোনার বঙ্গে;
এসে দেখি কেউ কোথাও
নেইকো সাথে নেই সঙ্গে;
যাদের কথায় এলাম হেথায়
তাদের দেখা পেলাম না।।

বিশ্বাস করে চলে এলাম
বুক বাধিয়া সুখ আশায়,
মিথ্যা আশার ছলনে ভুলি
কি ফল লভিনু হায়;
বিনয় পূর্বক আবেদনেও
কোন সুফল ফলল না।।
অতঃপরে প্রতিবাদে
মিছিল মিটিং করলাম কত,
মোদের পক্ষে নীরব সবাই
জোট হল না জনমতও;
আহা ছাড়া উহু ছাড়া
হুঙ্কার কেহ ছাড়ল না।।
মরিচঝাঁপি গড়েছিলাম
সাজানে এক জনপদ,
হস্তশিল্প কুটির শিল্প
মৎস্য শিল্পের সুসম্পদ,
খাদ্য বন্ধ, জলেতে বিষ
বাঁচার পথ আর রইল না।।

আমরা বললাম কিছু চাইনা
খেয়ে পরে বাঁচতে দাও;
পুলিশ বলল ট্রিগার টিপে,
এইতো দিলাম গুলি খাও;
মরল মানুষ পোড়ালো ঘর
বাকী কিছু রইল না।।
বিংশ শতাব্দীতে মোরা
উচিত কথা কইলে পরে;
সরকারী নির্দেশে পুলিশ
নির্বিচারে গুলি করে;
মানা, ভাতার মরিচঝাঁপি
কতই আছে নমুনা।।
উনিশ'শ সাতচল্লিশ থেকে
বর্তমানের অদ্যাবধি,
বুকের রক্তে চোখের জলে
বইছে আজও বিষাদ নদী।
বলব কারে শুনবে কেবা,
শুনেও কেউ শোনেনা।।

কেউ করে না কলরব
সোচ্চার হয়ে বিবৃতিতে,

জ্বালে না কেউ মোমের বাতি
মরিচঝাঁপির স্মৃতিতে;
আমরা জ্বালব পাঁজরের হাঁড়
মুখে করব ঘোষনা।।

করবে কেহ গবেষণা
মরিচ ঝাঁপির আলোকে,
নামের আগে ডক্টর অমুক
লিখবে মনের পুলকে,
মরিচ ঝাঁপি হয়ে থাকবে
আলোচ্য এক ঘটনা।।

বাদ প্রতিবাদ বিসম্বাদে
নানা মুনির নানা মত,
আলোচনায় সমালোচনায়
হয়না কোন ঐক্যমত;
সভা বসে সভা ভাঙ্গে
পথের দিশা মেলে না।।

পুরাণো সেই দিনের কথা
আর কতবা কহিব,
পুরুষক্রমে বিষাদ ব্যাথা
বহিব আর সহিব;
মরিচঝাঁপির মহাকাব্য
ভুলবনা, কেউ ভুলবে না।।